রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ১৩, ২০০৩

৮ম খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ই জুন ২০০৩/৪ঠা আষাঢ় ১৪১০

এস, আর, ও, নং ১৮২/আইন/২০০৩।—আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭নং আইন) এর ধারা ৪৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত প্রবিধানমালার—

(ক) প্রবিধান ৪ এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দুইটি নূতন দফা (ঘ) এবং (ঘঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে উহার পরিশোধিত মূলধন, বা যৌথভাবে উক্ত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকার অথবা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত সম্পদের ঝুঁকিভিত্তিক ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধনের মধ্যে যাহা বেশী তাহা অপেক্ষা কম হইবে, না ;

(ঘঘ) বিদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উক্ত কোম্পানীকে বাংলাদেশে দফা (ঘ) তে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখিতে হইবে;";

মূল্য ঃ টাকা ১.০০

(খ) প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপ-প্রবিধান (২) প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, যথাঃ—

"(২) বিদেশে নিবন্ধিত প্রত্যেক কোম্পানীর লাইসেন্স প্রাপ্তির পর ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা বা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত সম্পদের ঝুঁকিভিত্তিক ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধন এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বেশী উহার সমপরিমাণ অর্থ উক্ত ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তহবিল আকারে বাংলাদেশে সংরক্ষণ করিবে।"।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশক্রমে,

ফখরুদ্দীন আহমদ
গভর্ণর।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।